রাসূলুল্লাহ বলেছেন, তোমরা নামায পড়, যেভাবে আমাকে পড়তে দেখ। (বুখারী)
নামাযে আমরা কী পড়ি?
(আসুন নামায বুঝে পড়ি)
নির্ভরযোগ্য আলিমগণের গ্রন্থ থেকে সংকলিত
QuranerAlo.com

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

নামাযে আমরা কী পড়ি?

(আসুন নামায বুঝে পড়ি)

বিশিষ্ট নির্ভরযোগ্য আলিমগণের গ্রন্থ থেকে সংকলিত

মুদ্রণ : হেরা প্রিন্টার্স
হেমেন্দ্র দাস লেন, বাংলাবাজার, ঢাকা।

ভূমিকা

সকল প্রশংসা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার জন্য এবং দরুদ ও সালাম পেশ করছি প্রিয় নাবী মুহাম্মাদ ﷺ এর প্রতি। মহান আল্লাহ কিয়ামতের মাঠে সর্বপ্রথম নামাযের হিসাব নিবেন। তাই নামায সহীহ শুদ্ধভাবে আদায় করা অপরিহার্য। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন :

صَلُّوْا كَمَا رَأَيْتُمُوْنِيْ أُصَلِّيْ

"তোমরা সেভাবে সালাত আদায় কর, যেভাবে আমাকে সালাত আদায় করতে দেখেছ।" (সহীহ বুখারী ১ম খণ্ড- ৮৮ পৃষ্ঠা, ই. ফা. হাঃ ৬০৩, মুসলিম, মিশকাত– ৬৬ পৃষ্ঠা)

নামাযের মধ্যে আরবী ভাষায় আমরা কি বলি, তা কিছুই বুঝিনা কারণ আমরা বাংলাভাষী। আমাদেরকে বুঝতে হলে বাংলায় অর্থ জানতে হবে। যদি কেউ কোন বিষয় না বুঝে তাহলে সে বিষয়টি তার কাছে গুরুত্বহীন মনে হয়। আর গুরুত্বহীনতার কারণে একাগ্রতা নষ্ট হয়। ইবাদত করতে হয় একাগ্রতার সাথে। নামাযে একগ্রতা সৃষ্টি হবে তখনই যখন নামাযের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত একজন মুসলিম আল্লাহর সামনে দাঁড়িয়ে যা বলছে তা বুঝে শুনে বলে। (অর্থাৎ মাতৃভাষায় অর্থসহ সূরা ও দু'আগুলো জেনে বুঝে পড়ে)। যদি আমরা নামাযের সূরা ও দো'আগুলো বুঝে পড়ি তাহলে নামাযের মধ্যে আমাদের একাগ্রতা সৃষ্টি হবে।

নামাযের সূরা ও দো'আগুলো বুঝে আদায় করার জন্য আমরা আপনাদের সম্মুখে এই পুস্তিকাখানা উপস্থাপন করছি এবং মহান আল্লাহর দরবারে দো'আ করছি যাতে এই পুস্তিকার মাধ্যমে আপনারা উপকৃত হতে পারেন।

পরিশেষে, যারা এই পুস্তিকার পিছনে সার্বিকভাবে সহযোগিতা করেছেন তাদেরকে মহান আল্লাহ উত্তম প্রতিদান দান করুন। আমীন॥

সূচীপত্র

بسم الله الرحمن الرحيم

ওযূ শুরুর দো'আ

ওযুর শুরুতে বলতে হয়- بسم الله 'বিসমিল্লাহ'। এর অর্থ হচ্ছে আল্লাহর নামে শুরু করলাম। সাঈদ ইবনে ইয়াযিদ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন : যে ব্যক্তি 'বিসমিল্লাহ' বলবে না তার ওযূ হবে না। (আবু দাউদ, তিরমিযী, ইবনু মাজাহ)

ওযূর শেষে দো'আ

أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ

উচ্চারণ : আশ্‌হাদু আল্লা-ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়াহ্‌দাহূ লা-শারীকালাহূ ওয়াশ্‌হাদু আন্না মুহাম্মাদান আব্দুহূ ওয়া রাসূলুহ্‌।

অর্থ : আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া সত্যিকার কোন মা'বুদ নেই। তিনি এক, তাঁর কোন শরীক নেই। আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর বান্দা ও রাসূল।

(মুসলিম ১/২০৯, মিশকাত অযূ অধ্যায়)

এ দু'আর সাথে তিরমিযী শরীফের বর্ণনায় আরো একটি দু'আ পাওয়া যায় তা হল :

اللَّهُمَّ اجْعَلْنِيْ مِنْ التَّوَّابِيْنَ وَاجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَهِّرِيْنَ

উচ্চারণ : আল্লা-হুম্মাজ আল্‌নী মিনাত্‌ তাওয়াবীনা ওয়াজ্‌ 'আল্‌নী মিনাল্‌ মুতাত্বাহ্‌হিরীন।

অর্থ : হে আল্লাহ! তুমি আমাকে অধিক তাওবাকারী এবং পাক পবিত্র লোকদের অন্তর্ভুক্ত করে দাও। (সহীহ তিরমিযী- ১/৪৯ পৃঃ হাঃ ৫৫)

মসজিদে প্রবেশ ও বের হওয়ার দো'আ

আবু সাঈদ খুদরী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত; তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: যখন তোমাদের কেউ মসজিদে প্রবেশ করবে তখন সে যেন বলে- اللَّهُمَّ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ

উচ্চারণ : আল্লাহুম্মাফ্ তাহ্লী আব্ওয়াবা রহ্মাতিক।

অর্থ : হে আল্লাহ! তুমি আমার জন্য তোমার রহমতের দরজা খুলে দাও।"

আর যখন সে বের হবে, তখন যেন বলে-

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ

উচ্চারণ : আল্লাহুম্মা ইন্নি আস্আলুকা মিন ফাযলিক।

অর্থ : হে আল্লাহ! আমি তোমার অনুগ্রহ কামনা করি।

(মুসলিম, মিশকাত)

নামায

নামায শুরুর সময় আমরা দু'হাত কাঁধ বরাবর অথবা কান বরাবর উঠিয়ে বলি الله أكبر "আল্লাহু আকবার" এর অর্থ হল- "আল্লাহ সবচেয়ে বড়"।

সানা

اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ اللَّهُمَّ نَقِّنِي مِنَ الْخَطَايَا كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ اللَّهُمَّ اغْسِلْ خَطَايَايَ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ

উচ্চারণ : আল্লা-হুম্মা বা-ঈদ বাইনী ওয়া বাইনা খাত্বা-ইয়া-ইয়া কামা-বা-আদ'তা বাইনাল্ মাশ্রিক্বি ওয়াল্ মাগ্রিব। আল্লা-হুম্মা নাক্কিনী মিনাল খাতা-ইয়া কামা য়ূনাক্কাছ্ ছাওবুল আব্ইয়াদু মিনাদ্ দানাস। আল্লাহুম্মাগ্সিল খাত্বা-ইয়া-ইয়া বিল মা-য়ি ওয়াছ্ছালজি ওয়াল বারাদ।

অর্থ : হে আল্লাহ! আমার ও আমার গুনাহ খাতার মাঝে এমন দূরত্ব সৃষ্টি কর যেমন তুমি পূর্ব ও পশ্চিমের মাঝে দূরত্ব সৃষ্টি করেছ। হে আল্লাহ! আমার পাপ ও ভুলত্রুটি হতে আমাকে এমনভাবে পাক পবিত্র কর যেমন ভাবে সাদা কাপড় ময়লা হতে

পরিষ্কার করা হয়। হে আল্লাহ! তুমি আমার যাবতীয় পাপসমূহ ও ত্রুটি বিচ্যুতিগুলি পানি, বরফ ও শিশির দ্বারা ধৌত করে দাও। (বুখারী হাঃ ৭৪৪, মুসলিম, আবু দাউদ, নাসায়ী, নাইলুল আওতার- ২য় খণ্ড, ১৯১ পৃঃ ও মিশকাত ৭৭ পৃষ্ঠা।)

‘আউযুবিল্লাহ’ ও ‘বিসমিল্লাহ’ পড়া

أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ

উচ্চারণ : আউযুবিল্লা-হি মিনাশ্ শায়তা-নির রাজীম।

অর্থ : আমি আল্লাহর নিকট বিতাড়িত শয়তান হতে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

উচ্চারণ : বিসমিল্লা-হির রাহমা-নির রাহীম।

অর্থ : পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি।

সূরা ফাতিহাসহ কতিপয় সূরাসমূহ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ– الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ– مَالِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ– إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ– اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ– صِرَاطَ الَّذِيْنَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ– غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِّيْنَ–

উচ্চারণ : (১) আল হাম্‌দু লিল্লা-হি রাব্বিল ‘আ-লামীন-(২) আর্‌ রাহ্‌মা-নির্‌ রাহীম-(৩) মা-লিকি ইয়াউমিদ্দীন-(৪) ইয়্যা-কানা’বুদু ওয়া ইয়্যা কানাস্‌তা‘য়ীন-(৫) ইহ্‌দিনাস্‌ সিরা-ত্বাল্‌ মুস্‌তাকীম-(৬) সিরা-ত্বাল্লাযীনা আন্‌ ‘আম্‌তা আ’লাইহিম, গাইরিল মাগ্‌দূবি আ’লাইহিম, ওয়ালাদ্‌দ-ল্লীন-(৭)। (আ-মীন)

অর্থঃ (১) যাবতীয় প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ তা‘আলার যিনি বিশ্ব জগতের পালনকর্তা-(২) যিনি অত্যন্ত মেহেরবান ও দয়ালু-(৩) যিনি বিচার দিনের মালিক-(৪) আমরা একমাত্র তোমারই ইবাদাত করি এবং শুধুমাত্র তোমারই সাহায্য প্রার্থনা করি-(৫)

আমাদের সরল সঠিক পথ দেখাও-(৬) সে সমস্ত লোকের পথ যাদেরকে তুমি নিয়ামত দান করেছ, তাদের পথ নয় যাদের উপর গজব নাযিল হয়েছে এবং যারা পথভ্রষ্ট হয়েছে-(৭) (হে আল্লাহ! কবুল করুন)। (আহমাদ, আবু দাউদ, তিরমিযী, নাইলুল আওতার- ২/২০৬ পৃঃ সহীহ, ইরউয়া হাঃ ৩৪৩)

সূরা আল-আস্‌র

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

وَالْعَصْرِO إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِيْ خُسْرٍO إِلاَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِO

উচ্চারণ : (১) ওয়াল্‌ 'আস্‌রি, (২) ইন্নাল্‌ ইন্‌সা-না লাফী খুস্‌রি, (৩) ইল্লাল্লাযীনা আ-মানূ ওয়া 'আ-মিলুস্‌• সালিহা-তি ওয়াতাওয়া-সাওবিল্‌ হাক্কি- ওয়া তাওয়া-সাও বিস্‌সাব্‌র।

অর্থঃ (১) আসরের (কাল প্রবাহের) কসম! (২) নিশ্চয়ই মানুষ ক্ষতির মধ্যে রয়েছে। (৩) কিন্তু যারা (আল্লাহকে) বিশ্বাস করে এবং ভাল কাজ করে, আর একে অপরকে সত্যের উপদেশ দান করে এবং (বিপদে-আপদে) পরস্পরকে ধৈর্যধারণের পরামর্শ দান করে (তারা ঐ ক্ষতির মধ্যে নহে)।

সূরা আল কাও্‌সার

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَO فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْO إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُO

উচ্চারণ : (১) ইন্না- আ'ত্বাইনা-কাল্‌ কাও্‌ছার (২) ফাসল্লি লিরব্‌বিকা ওয়ান্‌হার (৩) ইন্না শা-নিআকা হুআল আব্‌তার।

অর্থ : (১) (হে মুহাম্মাদ!) নিশ্চয়ই আমি তোমাকে কাও্‌ছার দান করেছি। (২) অতএব তুমি (ঐ মহাদানের কৃতজ্ঞতা স্বরূপ)

তোমার প্রতি পালকের উদ্দেশ্যে সালাত আদায় কর এবং কুরবানী কর। (৩) নিঃসন্দেহে তোমার দুশমনই লেজ কাটা বা নির্বংশ।

সূরা আল কা-ফিরূন

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ٥ لاَ أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ ٥ وَلاَ أَنْتُمْ عَابِدُوْنَ مَا أَعْبُدُ ٥ وَلاَ أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدْتُّمْ ٥ وَلاَ أَنْتُمْ عَابِدُوْنَ مَا أَعْبُدُ ٥ لَكُمْ دِيْنُكُمْ وَلِيَ دِيْنِ٥

উচ্চারণ : (১) কুল্ ইয়া-আইয়্যুহাল্ কা-ফিরুন। (২) লা-আ'বুদু মা- তা'বুদুন। (৩) ওয়ালা- আন্তুম্ আ-বিদূনা মা-আ'বুদ। (৪) ওয়া লা-আনা-আ-বিদুম্ মা-আবাদ্তুম। (৫) ওয়ালা-আন্তুম্ আ-বিদূনা মা-আবুদ। (৬) লাকুম্ দীনুকুম্ ওয়ালিয়া দীন।

অর্থ : (১) (হে মুহাম্মদ) তুমি বলে দাও ওহে সত্য প্রত্যাখ্যানকারী কাফিরগণ! (২) আমি তার ইবাদত করিনা তোমরা যার পূজা কর। (৩) আর তোমরাও তাঁর পূজারী নও আমি যাঁর ইবাদাত করি। (৪) এবং আমি তার ইবাদাতকারী হবনা তোমরা যার পূজা করে আসছ। (৫) আর তোমরাও তাঁর পূজারী হবে না আমি যাঁর ইবাদাত করছি। (৬) (অতএব) তোমাদের জন্য তোমাদের ধর্ম এবং আমার জন্য আমার দীন।

সূরা আল-ইখ্লাস

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ ٥ اللهُ الصَّمَدُ ٥ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ ٥ وَلَمْ يَكُنْ لَّهُ كُفُواً أَحَدٌ٥

উচ্চারণ : (১) কুল্ হুয়াল্লাহু আহাদ। (২) আল্লা-হুস্সামাদ। (৩) লাম্ ইয়ালিদ। (৪) ওয়া লাম্ ইউলাদ। (৫) ওয়া লাম্ ইয়াকুল্লাহূ কুফুওয়ান্ আহাদ।

অর্থ : (১) হে নবী তুমি বলেদাও সেই আল্লাহ একক, (২) যে আল্লাহ কারো মুখাপেক্ষী নন (অথচ সবাই তাঁরই মুখাপেক্ষী), (৩) তিনি (কাউকে) জন্ম দেননি এবং (কারো হতে) তিনি জন্মলাভও করেনি। (৪) আর তাঁর সমকক্ষ কেউই নেই।

সূরা আল্-ফালাক

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ O مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ O وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ O وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ O وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ O

উচ্চারণ : ১। ক্বুল আ'উযু বিরাব্বিল্ ফালাক্ব, ২। মিন্‌শার্‌রি মা- খালাক্ব, ৩। ওয়ামিন শার্‌রি গা-সিক্বিন ইযা-ওয়াক্বাব, ৪। ওয়ামিন্ শার্‌রিন নাফ্‌ফা-ছা-তি ফিল 'উকাদ। ৫। ওয়ামিন্ শার্‌রি হাসিদিন্ ইযা- হাসাদ।

অর্থ : ১। তুমি বল! আমি ভোরের প্রতি পালকের আশ্রয় চাচ্ছি। ২। সেই সমস্ত জিনিষের অনিষ্ট থেকে যা তিনি সৃষ্টি করেছেন। ৩। এবং অন্ধকারের অনিষ্ট থেকে যখন তা (বিশ্ব চরাচরকে) ঢেকে নেয়, ৪। আর গিরাসমূহে ফুঁক দানকারীনীদের দুষ্কৃতি থেকে, ৫। এবং হিংসুক ব্যক্তির ক্ষতি থেকে।

সূরা আন্-নাস

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

قُلْ أَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ O مَلِكِ النَّاسِ O إِلٰهِ النَّاسِ O مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ O الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُوْرِ النَّاسِ O مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ O

উচ্চারণ : (১) কুল, আ'উযু বিরাব্বিন্ না-স, (২) মালিকিন্ না-স, (৩) ইলা-হিন্ না-স, (৪) মিন্ শার্‌রিল্ ওয়াস্‌ওয়া-সিল খান্না-স, (৫) আল্লাযী ইউওয়াসবিসু ফী সুদূরিন্না-স, (৬) মিনাল্ জিন্নাতি ওয়ান্‌না-স।

অর্থ : (১) তুমি বল, আমি মানুষের প্রতি পালকের, (২) মানুষের মালিকের, (৩) মানুষের উপাস্যের আশ্রয় প্রার্থনা করছি, (৪) সেই লুকায়িত কুমন্ত্রণা দানকারীর দুষ্কৃতি থেকে, (৫) যে মানুষের অন্তরসমূহে কুমন্ত্রণা দান করে, (৬) জিন ও ইনসানের মধ্য হতে।

সূরাহ্ আল-ক্বাদ্‌র

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ o وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ o لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ o تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ o سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ o

১. আমি কুরআনকে ক্বাদ্‌রের রাতে নাযিল করেছি, ২. তুমি কি জান ক্বাদ্‌রের রাত কী? ৩. ক্বাদ্‌রের রাত হাজার মাসের চেয়েও অধিক উত্তম, ৪. এ রাতে ফেরেশতা আর রূহ তাদের রব্ব-এর অনুমতিক্রমে প্রত্যেক কাজে অবতীর্ণ হয়। ৫. (এ রাতে বিরাজ করে) শান্তি আর শান্তি– ফজর উদয় হওয়া পর্যন্ত।

রুকুর দো'আ

سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ–

উচ্চারণ : সুব্‌হা-না রাব্বিয়াল আযীম

অর্থ : আমি আমার মহান প্রভুর পবিত্রতা বর্ণনা করছি।

(তিরমিযী, আবূ দাউদ, মিশকাত– ৮২ পৃষ্ঠা। (সহীহ))

নবী (ﷺ)- রুকু ও সিজদায় এই দু'আটি খুব বেশী করে পড়তেন :

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي–

উচ্চারণ : সুব্‌হা-নাকা আল্লা-হুম্মা রাব্বানা- ওয়া বি হাম্‌দিকা আল্লাহুম্মাগ্‌ ফিরলী।

অর্থ : হে আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ! তোমার প্রশংসার সাথে তোমার পবিত্রতা বর্ণনা করছি, অতএব হে আল্লাহ আমাকে ক্ষমা কর। (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ৮২ পৃঃ)

রুকু হতে উঠার দো'আ

سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَه

উচ্চারণ : "সামি 'আল্লাহু লিমান হামিদাহ"

অর্থ : যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রশংসা করে আল্লাহ তা শুনে জবাব দেন।

রুকুর পরের দো'আ

رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ–

উচ্চারণ : রাব্বানা- লাকাল্‌ হাম্‌দ হাম্‌দান্‌ কাছীরান ত্বাইয়্যেবান মুবারাকান্‌ফিহ্‌

(অর্থ : হে আমাদের প্রতিপালক! তোমারই জন্য অধিক অধিক পবিত্র ও বরকতময় প্রশংসা।)

সিজদার দো'আ

سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى (সুব্‌হা-না রাব্বিয়াল আ'লা-)

অর্থ : আমি আমার সুমহান প্রতিপালকের পবিত্রতা বর্ণনা করছি। (তিরমিযী, আবু দাউদ, মিশকাত ৮৩ পৃষ্ঠা। (সহীহ)

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي–

উচ্চারণ : সুব্‌হা-নাকা আল্লা-হুম্মা রাব্বানা- ওয়া বি হাম্‌দিকা আল্লাহুম্মাগ্‌ ফিরলী।

অর্থ : হে আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ! তোমার প্রশংসার সাথে তোমার পবিত্রতা বর্ণনা করছি, অতএব হে আল্লাহ আমাকে ক্ষমা কর। (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ৮২ পৃঃ)

দুই সিজদার মাঝে দো'আ

ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন : রাসূলুল্লাহ (ﷺ) দু'সিজদার মাঝে বসে এই দু'আ পড়তেন :

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي وَاهْدِنِي وَعَافِنِيْ وَارْزُقْنِي.

উচ্চারণ : আল্লা-হুম্মাগ্‌ফির্‌লী, ওয়ার্‌ হাম্‌নী, ওয়াহ্‌দিনী, ওয়া আ-ফিনী, ওয়ার্‌ যুক্‌নী।

অর্থ : হে আল্লাহ! আমাকে ক্ষমা কর, আমার প্রতি রহম কর, আমাকে হেদায়াত দাও, আমাকে সুস্থ রাখ এবং আমাকে রুযী দাও। (তিরমিযী, আবু দাউদ, মিশকাত ৮৪ পৃষ্ঠা। (সহীহ))

তাশাহুদের দো'আ

اَلتَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ السَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِيْنَ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدً عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ–

উচ্চারণ : আত্তাহিয়্যা-তু লিল্লাহি ওয়াস্‌ সালাওয়াতু ওয়াত্‌ তাইয়্যেবা-ত, আস্‌সালামু আলাইকা আইয়্যুহান নাবীয়্যু ওয়া রাহ্‌মাতুল্লাহি ওয়া বারাকা-তুহ। আস্‌সালামু 'আলাইনা- ওয়া' আলা-'ইবাদিল্লাহিস্‌ সলিহীন। আশ্‌হাদু আল্লা ইলা-হা ইল্লাল্লাহু ওয়াশ্‌হাদু আন্না মুহাম্মাদান আব্দুহু ওয়া রাসূলুহ।

অর্থ : মৌখিক, দৈহিক ও আর্থিকভাবে যাবতীয় দাসত্ব কেবলমাত্র আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের জন্য খাসভাবে নিবেদিত,

নবীর উপর আল্লাহর শান্তি, রহমত ও বরকত বর্ষিত হোক এবং আমাদের ও আল্লাহর সমস্ত নেক বান্দাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক। আমি একথার সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, একমাত্র আল্লাহ্ ব্যতীত সত্যিকার আর কোন মাবুদ নেই এবং একথাও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ (ﷺ) আল্লাহর বান্দা ও প্রেরিত রাসূল।

(বুখারী ২/৯২৬ পৃঃ, ও ফতহুল বারী ২/৪০২ পৃষ্ঠা)

দরূদ

সাহাবী কা'ব ইবনে উমারাহ্ বলেন : একদা আমরা রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে জিজ্ঞেস করলাম যে, হে আল্লাহর রাসূল! আপনার উপর আমরা কিভাবে দরূদ পড়ব, তিনি বললেন– বল :

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَّعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيْدٌ اللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَّعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ–

উচ্চারণ : আল্লা-হুম্মা সল্লি'আলা- মুহাম্মাদিওঁ ওয়া'আলা- আ-লি মুহাম্মাদ, কামা- সল্লাইতা 'আলা- ইব্‌রা-হীমা ওয়া'আলা- আ-লি ইব্‌রাহীমা ইন্নাকা হামীদুম্ মাজীদ। আল্লা-হুম্মা বারিক 'আলা- মুহাম্মাদিওঁ ওয়া'আলা- আ-লি মুহাম্মাদিন কামা বারাকতা 'আলা- ইব্‌রাহীমা ওয়া'আলা- আ-লি ইব্‌রাহীমা ইন্নাকা হামীদুম্ মাজীদ।

অর্থ : হে আল্লাহ! তুমি মুহাম্মাদ (ﷺ) এবং তাঁর বংশধরের উপর রহমত বর্ষণ কর, যেমন রহমত বর্ষণ করেছ ইবরাহীম (আঃ) ও তাঁর বংশধরের উপর, নিশ্চয় তুমি প্রশংসনীয় ও সম্মানী। হে আল্লাহ! তুমি মুহাম্মাদ (ﷺ) এবং তাঁর বংশধরের ওপর বরকত নাযিল কর যেমন বরকত নাযিল করেছ ইবরাহীম (আঃ) ও তাঁর বংশধরের উপর। নিশ্চয়ই তুমি প্রশংসনীয় ও সম্মানী।

(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত– ৮৬ পৃষ্ঠা)

উল্লেখিত দরূদটি সহীহ হাদীসে প্রমাণিত অনুরূপ তাঁর (ﷺ) মুখনিসৃত দরূদ হল সুন্নাতি দরূদ। এ দরূদ সম্পর্কে তিনি (ﷺ) বলেনঃ যে আমার উপর একবার দরূদ পাঠ করে আল্লাহ তার উপর দশবার রহমত বর্ষণ করেন। (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত– ৮৬ পৃষ্ঠা)

দো'আয়ে মাসুরা

আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) বলেন : হে আল্লাহর রাসূল (ﷺ) আমাকে কোন দু'আ শিক্ষা দিন, যা আমি নামাযে পড়ব, তখন রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন, বলো :

اللّٰهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَثِيرًا وَلاَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ إِلاَّ أَنْـــتَ فَاغْفِرْ لِيْ مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِي إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ–

উচ্চারণ : আল্লা-হুম্মা ইন্নী যালাম্‌তু নাফ্‌সী যুল্‌মান কাছীরাওঁ ওয়ালা- ইয়াগ্‌ ফিরুয্‌যুনূবা ইল্লা- আন্‌তা ফাগ্‌ফির্‌লী মাগ্‌ফিরাতাম মিন্‌ 'ইন্‌দিকা ওয়ার্‌হাম্‌নী ইন্নাকা আন্‌তাল্‌ গাফূরুর্‌ রাহীম।

অর্থ : হে আল্লাহ! নিশ্চয় আমি আমার নিজের উপর অনেক জুলুম করেছি, আর তুমি ছাড়া কেউ (ঐ) পাপসমূহ ক্ষমাকারী নেই। অতএব তুমি স্বীয় অনুগ্রহে আমাকে ক্ষমা কর এবং আমার প্রতি দয়া কর। নিশ্চয়ই তুমি ক্ষমাশীল ও দয়াময়।

(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত– ৮৭ পৃষ্ঠা)

সাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন : রাসূলুল্লাহ (ﷺ) নিম্নের দু'আটি সাহাবীদেরকে কুরআনের সূরার মত শিক্ষা দিতেন। (আবূ দাউদ, আহমাদ সহীহ-সিফাতু সালাতিন্নাবী– ১৮৩ পৃষ্ঠা)

আয়েশা (রাঃ) বলেন : রাসূলুল্লাহ (ﷺ) নিজেও নামাযে এ দু'আটি পড়তেন। (মুসলিম, আবূ আওয়ানাহ সিফাতুসালাতিন্নাবী– ১৮৩ পৃষ্ঠা)

اللّٰهُمَّ إِنِّي أَعُوْذُبِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ وَأَعُوذُبِكَ مِنْ عَـــذَابِ الْقَبْرِ وَأَعُوذُبِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ وَأَعُوذُبِكَ مِـــنْ فِتْنَـــةِ الْمَحْيَا وَفِتْنَةِ الْمَمَاتِ اللّٰهُمَّ إِنِّي أَعُوذُبِكَ مِنَ الْمَأْثَمِ وَالْمَغْرَمِ–

উচ্চারণ : আল্লা-হুম্মা ইন্নী আ'উযুবিকা মিন্ 'আযাবি জাহান্নামা ওয়া আ'উযুবিকা মিন 'আযাবিল ক্বাব্রি ওয়াআ'উযুবিকা মিন ফিত্নাতিল্ মাসীহিদ্ দাজ্জালি ওয়াআ'উযুবিকা মিন ফিত্নাতিল্ মাহ্ইয়া-ওয়া ফিত্নাতিল্ মামা-ত। আল্লাহুম্মা ইন্নী আ'উযুবিকা মিনাল্ মা'ছামি ওয়াল মাগরাম।

অর্থাৎ– হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট জাহান্নাম ও কবরের আযাব থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আরো দাজ্জালের ফিত্না থেকে আশ্রয় চাচ্ছি। আরো আশ্রয় চাচ্ছি দুনিয়ার জীবনের ফিতনা ও বিপর্যয় এবং মৃত্যুর যাতনা হতে। হে আল্লাহ আমি তোমার নিকট আশ্রয় চাচ্ছি সমস্ত গুনাহ ও সব রকমের ঋণের দায় হতে।

(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত– ৮৭ পৃষ্ঠা)

সালাম ফিরানের দো'আ

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন : রাসূলুল্লাহ (ﷺ) (আত্তাহিয়্যাতু, দরূদ, দু'আমাছূরা পড়ার পর) ডান ও বাম দিকে সালাম ফিরানের সময় বলতেন– اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ (আস্সালামু আলাইকুম ওয়া রাহ্মাতুল্লাহ) অর্থ (হে মুক্তাদী ও ফিরিশ্তাগণ) তোমাদের উপর আল্লাহর শান্তি ও রহমত বর্ষিত হোক। ডানে ও বামে মুখ ফিরানোর সময় রাসূল (ﷺ)-এর গালের সাদা অংশ দেখা যেত।

(তিরমিযী, নাসাঈ, আবু দাউদ, ইবনু মাজাহ, মিশকাত– ৮৮ পৃষ্ঠা। (সহীহ))

ফরয নামাযের পর পঠনীয় দু'আসমূহ

সাওবান (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ নামায শেষে তিনবার ক্ষমা চাইতেন। অর্থাৎ

أَسْتَغْفِرُ اللهَ. أَسْتَغْفِرُ اللهَ. أَسْتَغْفِرُ اللهَ.

উচ্চারণ : আসতাগফিরুল্লাহ, আসতাগফিরুল্লাহ, আসতাগফিরুল্লাহ।

অর্থ : আল্লাহর নিকট ক্ষমা চাচ্ছি।

অতঃপর বলতেন :

اَللّٰهُمَّ أَنْتَ السَّلاَمُ وَمِنْكَ السَّلاَمُ تَبَارَكْتَ يَاذَا الْجَلاَلِ وَالْإِكْرَامِ.

উচ্চারণঃ আল্লা-হুম্মা আন্তাস্ সালা-মু ও মিনকাস্ সালা-মু তাবা-রাক্তা রব্বানা ইয়া-যাল্ জালা-লি ওয়াল্ ইক্রা-ম।

অর্থঃ হে আল্লাহ! তুমি শান্তিময় এবং তোমা হতেই শান্তি আসে। তুমি বরকতময় হে প্রতাপ ও সম্মানের অধিকারী।

(মুসলিম, মিশকাত)

মুগীরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, নবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) প্রত্যেক ফরয নামাযের পর বলতেন :

لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَلاَ نَعْبُدُ إِلاَّ إِيَّاهُ، لَهُ النِّعْمَةُ وَلَهُ الْفَضْلُ وَلَهُ الثَّنَاءُ الْحَسَنُ لاَ إِلَهَ الاَّ اللهُ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ وَلَوْكَرِهَ الْكَافِرُوْنَ اللّٰهُمَّ لاَ مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلاَ مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ وَلاَ يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ–

উচ্চারণ : লা-ইলা-হা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্দাহু লা-শারীকালাহু লাহুল্ মুল্কু ওয়ালাহুল হাম্দু ওয়াহুয়া 'আলা কুল্লি শাইয়িং ক্বাদীর, লা-হাওলা ওয়ালা কুওয়্যাতা ইল্লা বিল্লাহ, লা- ইলা-হা ইল্লাল্লাহ, ওয়ালা-না'বুদু ইল্লা- ইয়্যাহ, লাহুন্ নি'মাতু ওয়ালাহুল্ ফয্লু, ওয়ালাহুছ্ ছানাউল হাসান, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুখ্লিসীনা লাহুদ্ দ্বীন ওয়ালাউ কারিহাল্ কাফিরুন। আল্লা-হুম্মা লা- মানিআ' লিমা আ'অতাইতা ওয়ালা- মু'অতীয়া লিমা মানা'অতা ওয়ালা-ইয়ান্ফা'য়ু যাল্জাদ্দি মিন্কাল্ জাদ্দু।

অর্থঃ আল্লাহ ছাড়া সত্যিকার কোন মা'বুদ নেই, তিনি এক তাঁর কোন শরীক নেই, রাজত্ব তাঁরই, প্রশংসা মাত্রই তাঁর এবং তিনি সকল বিষয়ে ক্ষমতাশীল। কোন অন্যায় ও অনিষ্ট হতে মুক্তি

পাওয়ার কোন উপায় নেই এবং কোন সৎ কাজ করারও ক্ষমতা নেই একমাত্র আল্লাহ ছাড়া। আল্লাহ ছাড়া সত্যিকার কোন মা'বুদ নেই, আমরা একমাত্র তাঁরই ইবাদাত করি, যাবতীয় নিয়ামত/অবদান ও অনুগ্রহ একমাত্র তঁরই এবং উত্তম প্রশংসাও তাঁর। আল্লাহ ছাড়া সত্যিকার কোন মা'বুদ নেই। আমরা তাঁর দেয়া জীবন বিধান একমাত্র তাঁর জন্য একনিষ্ঠভাবে মান্য করি, যদিও কাফিরদের নিকট অপ্রীতিকর। হে আল্লাহ! তুমি যা দিয়েছ তা রোধ করার কেউ নেই। আর তুমি যা রোধ করেছ তা দান করার সাধ্য কারো নেই। আর ধনবানদের ধন তোমার আযাবের মুকাবিলায় কোন উপকার করতে পারেনা। (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত)

আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যখন নামাযের সালাম ফিরাতেন তখন উচ্চঃস্বরে বলতেন :

لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِ وَيُمِيْتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ.

উচ্চারণঃ লা-ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়াহ্‌দাহু লা- শারীকা লাহু লাহুল মুল্‌কু ওয়া লাহুল্ হাম্‌দু ইউহয়ী ওয়া ইউমীত ওয়া হুয়া আলা- কুল্লি শাইয়িন্ ক্বাদীর।

অর্থ : 'আল্লাহ ব্যতীত কোন প্রকৃত ইলাহ নেই, তিনি একক, তাঁর কোন শরীক নেই, রাজত্ব তাঁরই। প্রশংসাও তাঁর। তিনি জীবিত করেন ও মৃত্যু দান করেন এবং তিনি সকল কিছুর ওপর ক্ষমতাবান।' (মুসলিম, মিশকাত)

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, কোন ব্যক্তি যদি প্রত্যেক নামাযের পরঃ

৩৩ বার سُبْحَانَ اللهِ (সুবহানাল্লাহ) ৩৩ বার اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ (আলহামদুলিল্লাহ) ৩৩ বার اَللهُ أَكْبَرُ (আল্লাহু আকবার) এবং

একশত পূর্ণ করতে বলবে :

لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ.

উচ্চারণঃ লা-ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়াহ্দাহু লা- শারীকা লাহু লাহুল মুল্কু ওয়া লাহুল্ হাম্দু ওয়া হুয়া আলা- কুল্লি শাইয়িন্ ক্বাদীর।

'আল্লাহ ব্যতীত কোন সত্যিকার ইলাহ নেই, তিনি একক, তাঁর কোন শরীক নেই, রাজত্ব তাঁরই। প্রশংসাও তাঁর। তিনি জীবিত করেন ও মৃত্যু দান করেন এবং তিনি সকল কিছুর ওপর ক্ষমতাশালী।' বলবে, তাহলে তার সমস্ত পাপ ক্ষমা করে দেয়া হবে, যদিও তা সমুদ্রের ফেনা পরিমাণ হয়। (মুসলিম, মিশকাত)

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, প্রত্যেক ফরয নামায শেষে আয়াতুল কুরসী পাঠকারীর জান্নাতে প্রবেশের জন্য মৃত্যু ব্যতীত আর কোন বাধা থাকে না:

আয়াতুল কুরসী একবার

﴿اَللهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ لاَ تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَّلاَ نَوْمٌ لَّهُ مَا فِي السَّمٰوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلاَّ بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلاَ يُحِيْطُوْنَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلاَّ بِمَا شَآءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمٰوَاتِ وَالأَرْضَ وَلاَ يَؤُوْدُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ﴾

উচ্চারণ ঃ আল্লা-হু লা- ইলা-হা ইল্লা- হুয়াল হাইউল কাইয়ূম, লা- তা'খুযুহু সিনাতুওঁ ওয়ালা- নাউম, লাহু মা- ফিস্ সামাওয়াতি ওয়া মা-ফিল আর্দি, মান যাল্লাযী- ইয়াশফা'উ ইন্দাহু ইল্লা- বিইয্নিহী ই'য়ালামু মা-বাইনা আইদীহিম ওয়ামা-খাল্ফাহুম

ওয়ালা- য়ুহীতূনা বিশাইম্ মিন্ 'ইল্‌মিহী ইল্লা- বিমা- শা-আ ওয়াসিআ' কুর্‌সীইউহুস্ সামাওয়া-তি ওয়াল্ আর্‌দা ওয়ালা- ইয়াউদুহূ হিফ্‌যুহুমা- ওয়া হুয়াল 'আলীউল্ আযী-ম। (বাকারাহ ২৫৫)

অর্থ : 'আল্লাহ, তিনি ছাড়া কোন সত্যিকার ইলাহ নেই, তিনি চিরঞ্জীব, সুপ্রতিষ্ঠিত ধারক। তাঁকে তন্দ্রা ও নিদ্রা স্পর্শ করে না। তাঁর জন্যই আসমানসমুহে যা রয়েছে তা এবং যমীনে যা আছে তা। কে সে, যে তাঁর নিকট সুপারিশ করবে তাঁর অনুমতি ছাড়া? তিনি জানেন যা আছে তাদের সামনে এবং যা আছে তাদের পেছনে। আর তারা তাঁর জ্ঞানের সামান্য পরিমাণও আয়ত্ব করতে পারে না, তবে তিনি যা চান তা ছাড়া। তাঁর কুরসী আসমানসমুহ ও যমীন পরিব্যাপ্ত করে আছে এবং এ দুটোর সংরক্ষণ তাঁর জন্য বোঝা হয় না। আর তিনি সর্বোচ্চ ও সর্বাপেক্ষা মহান।' (বাকারাহ : ২৫৫, নাসাঈ)

অতঃপর সূরা নাস সূরা ফালাক সূরা ইখলাস এ সূরা তিনটি ফরয সালাতের পর একবার করে পড়বে, তবে ফজর ও মাগরিবের পর তিনবার করে পাঠ করা উত্তম।

ক্ষমা প্রার্থনার দো'আ

اَللّٰهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لاَ إِلٰهَ إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ وَأَنَا عَلٰى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ أَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ أَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ وَأَبُوْءُ لَكَ بِذَنْبِي فَاغْفِرْلِي فَإِنَّهُ لاَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلاَّ أَنْتَ–

উচ্চারণ : আল্লা-হুম্মা আন্‌তা রাব্বী লা-ইলাহা ইল্লা আন্‌তা খালাক্‌তানী ওয়া আনা আব্‌দুকা ওয়া আনা 'আলা আহ্‌দিকা ওয়া ওয়া'দিকা মাস্‌তাতা'তু আ'উযুবিকা মিন্ শার্‌রি মা সানা'তু আবূ-উ লাকা বিনি'মাতিকা 'আলাইয়্যা ওয়া আবূ-উ বিযাম্‌বি ফাগ্‌ফিরলী ফাইন্নাহু লা-ইয়াগ্‌ফিরুয্ যুনূবা ইল্লা আন্‌তা।

অর্থ : হে আল্লাহ তুমিই আমার প্রভু। তুমি ব্যতীত সত্যিকার কোন মা'বূদ নেই, তুমি আমাকে সৃষ্টি করেছ, আমি তোমার বান্দা,

আমি সাধ্যানুযায়ী তোমার ওয়াদা অঙ্গীকারের উপর স্থীর রয়েছি। আমি তোমার নিকট আমার কৃত অন্যায় আচরণ হতে আশ্রয় চাচ্ছি, আমি তোমার নি'আমতকে স্বীকার করছি যা তুমি আমাকে দান করেছ এবং আমার অপরাধও স্বীকার করছি। কাজেই তুমি আমাকে ক্ষমা কর, কেননা তুমি ব্যতীত অন্য কেউ গুনাহ্ ক্ষমা করতে পারে না। (সহীহ বুখারী, মিশকাত তাহকীক-হাঃ (২৩৩৫)।)

ফযীলত

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন : যে ব্যক্তি নিবিষ্ট মনে উক্ত দু'আ দিবসে পাঠ করবে এবং সন্ধ্যার পূর্বে মারা যাবে সে ব্যক্তি জান্নাতীদের অন্তর্ভুক্ত হবে। আর যে ব্যক্তি ইয়াক্বীনের (বিশ্বাসের) সাথে উক্ত দো'আ রাতে পাঠ করবে এবং সকাল হওয়ার আগে মারা যাবে, সেও জান্নাতীদের অন্তর্ভুক্ত হবে। (বুখারী, মিশকাত)

কুনূত

হাসান ইবনে আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসূল ﷺ আমাকে কিছু বাক্য শিখিয়ে দিয়েছেন, যা আমি বিতরের কুনূতে পড়ি-

اللّٰهُمَّ اهْدِنِي فِيمَنْ هَدَيْتَ وَعَافِنِيْ فِيمَنْ عَافَيْتَ وَتَوَلَّنِي فِيمَنْ تَوَلَّيْتَ وَبَارِكْ لِي فِيمَا أَعْطَيْتَ وَقِنِي شَرَّ مَا قَضَيْتَ فَإِنَّكَ تَقْضِيْ وَلاَ يُقْضَى عَلَيْكَ إِنَّهُ لاَ يَذِلُّ مَنْ وَّالَيْتَ وَلاَ يَعِزُّ مَنْ عَادَيْتَ تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ وَصَلَّى اللهُ عَلَى النَّبِيِّ

উচ্চারণ : আল্লা-হুম্মাহ্দিনী ফীমান হাদাইত, ওয়া আ-ফিনী ফী-মান আ-ফাইত, ওয়া তাওয়াল্লানী ফীমান্ তাওয়াল্লাইত, ওয়া বা-রিক্লী ফিমা আ'তাইত, ওয়াকিনী শার্রা মা-কাদাইত, ফাইন্নাকা তাক্দী ওয়ালা য়ুক্দা 'আলাইক, ইন্নাহু লা-য়াযিল্লু মাঁও ওয়া-লাইত, ওয়ালা-য়া'য়িয্যু মান 'আ-দাইত, তাবা-রাক্তা রাব্বানা- ওয়া তা'আলাইত, ওয়া সাল্লাল্লাহু আলান্ নাবীয়্যি।

অর্থ : হে আল্লাহ! তুমি যাদেরকে সুপথ দেখিয়েছ আমাকেও তাদের মধ্যে সুপথ দেখাও। যাদেরকে তুমি মাফ করেছ আমাকেও

তাদের মধ্যে করে নাও। তুমি যাদের অভিভাবক হয়েছ তাদের মধ্যে আমারও অভিভাবক হয়ে যাও। এবং তুমি আমাকে যা দিয়েছ তাতে বরকত দাও। তুমি যে ফায়সালা করেছ তার অনিষ্ট থেকে আমাকে বাঁচাও। কারণ তুমিইতো ভাগ্য নির্ধারণ করে থাক। আর তোমার বিরুদ্ধে কেউ কোন সিদ্ধান্ত নিতে পারে না। তুমি যার সাথে বন্ধুত্ব রাখ 'সে কোন দিন অপমানিত হয় না। আর তুমি যার সাথে বন্ধুত্ব রাখ না, সে কোন দিনই সম্মানিত হতে পারে না। হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি প্রাচুর্যময় ও সর্বোচ্চ। আল্লাহ তা'আলা নবী (ﷺ)-এর উপর রহমত বর্ষণ করুন। (সুনান আরবাআ, আহমাদ, বায়হাক্বী, হাকেম, সহীহ ইবনে হিব্বান, বুলুগুল মারাম ৯০ পৃঃ, যাদুল মাআদ- ১ম খণ্ড,২৪ পৃঃ, বাংলা মিশকাত হাঃ ১২০১)

দৈনন্দিন জীবনে পঠিতব্য দো'আসমূহ

পিতা-মাতার জন্য দু'আ

আল্লাহ তা'আলা বলেন : তোমার পিতা-মাতার জন্য নিবেদিত ও বিনয়ী হও, তাদের পরিচর্যায় আত্মনিয়োগ কর এবং তাদের জন্য এ বলে দু'আ কর :

رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيراً

উচ্চারণ : রাব্বিরহাম্ হুমা- কামা- রাব্বায়া-নী সাগীরা।

অর্থ : হে প্রভু! তাদের দু'জনের প্রতি রহম করুন যেমনিভাবে তারা আমার ছোট কালে আমাকে লালন-পালন করেছেন।

(সূরা বানী ইসরাইল আয়াত– ২৪)

رَبَّنَا اغْفِرْ لِيْ وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُوْمُ الْحِسَابُ

উচ্চারণ : রাব্বানা গফিরলী ওয়ালি- ওয়ালিদাইয়া ওয়ালিল্ মু'মিনীনা ইয়াওমা ইয়াকূমুল হিসা-ব। (সূরা ইব্রাহীম আয়াত– ৪১)

অর্থঃ হে আমাদের প্রভু! আমাকে ক্ষমা কর এবং আমার পিতা-মাতা ও সকল মুমিন মুসলমানকে কিয়ামতের দিবসে ক্ষমা কর।

সন্তান ও পরিবারের জন্য দো'আ

رَبَّنَا لِيُقِيْمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُوْنَ

উচ্চারণ : রব্বানা- লিইউক্বীমুছ ছালাতা ফাজ'আল আফয়িদাতাম মিনান্নাস-সি তাহবী ইলাইহিম ওয়ারঝুক্বহুম মিনাছ ছামারা-তি লা'আল্লাহুম ইয়াশকুরূন।

অর্থ : হে আমার প্রতিপালক! তারা যাতে নামায ক্বায়িম করে। কাজেই তুমি মানুষের অন্তরকে তাদের প্রতি অনুরাগী করে দাও আর ফল-ফলাদি দিয়ে তাদের জীবিকার ব্যবস্থা কর যাতে তারা শুকরিয়া আদায় করে। (সূরা ইবরাহীম : ৩৭)

বিপদ আপদ হতে বেঁচে থাকার দো'আ

لاَّ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّيْ كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِيْنَ

উচ্চারণ : লা- ইলা-হা ইল্লা- আংতা সুব্‌হা-নাকা ইন্নীকুংতু মিনায য-লিমীন। (সূরা আম্বিয়া : ৮৭, তিরমিযী)

অর্থ : তুমি (আল্লাহ) ব্যতীত কোন সত্যিকার মা'বুদ নেই। তোমার পবিত্রতা বর্ণনা করি। নিশ্চয়ই আমি অপরাধীদের অন্তর্ভুক্ত।

মুসলিম হয়ে মৃত্যু বরণের দু'আ

فَاطِرَ السَّمٰوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنْتَ وَلِيِّي فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ تَوَفَّنِي مُسْلِماً وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِيْنَ.

উচ্চারণ : ফাতিরাস্ সামা-ওয়া-তি ওয়াল্ আর্‌যি আন্‌তা ওয়ালিইয়্যি ফিদ্ দুন্‌ইয়া ওয়াল্ আখিরাতি তাওয়াফ্‌ফানী মুসলিমাওঁ ওয়া আল্‌হিক্‌নী বিস্‌সালিহীন।

অর্থ : (হে আল্লাহ!) আসমান জমিনের সৃষ্টি কর্তা তুমিই ইহকাল ও পরকালে আমার অভিভাবক, তুমিই আমাকে মুসলিম হিসাবে মৃত্যুদান কর এবং সৎ লোকদের সাথে মিলিত হওয়ার সুযোগ দান কর। (সূরা ইউসুফ আয়াত– ১০১)

প্রার্থনা কবুল ও মুনাজাত সমাপ্তির দু'আ

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ.

উচ্চারণ : রাব্বানা তাক্বাব্বাল মিন্না ইন্নাকা আন্তাস্ সামী'উল আলীম, ওয়াতুব আলাইনা ইন্নাকা আন্তাত্ তাওওয়াবুর রহীম।

অর্থঃ হে প্রভু! তুমি আমাদের প্রার্থনা কবুল কর এবং আমাদের তাওবা গ্রহণ কর, নিশ্চয় তুমি তাওবা কবুলকারী দয়াময়।

(সূরা আল-বাকারা আয়াত– ১২৭ ও ১২৮)

سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ، وَسَلاَمٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ.

উচ্চারণ : সুব্হা-না রাব্বিকা রাব্বিল ইয্যাতি আম্মা ইয়াসিফূন ওয়া সালামুন আলাল্ মুরসালীন ওয়াল হাম্দু লিল্লাহি রাব্বিল আলামীন। (সূরা সাফ্ফাত আয়াত– ১৮০-১৮২)

অর্থ ঃ তোমার প্রভু, সম্মানিত প্রভু তাদের (কাফিরদের) অপবাদ হতে পবিত্র। সকল রাসূলদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক এবং সকল প্রশংসার একমাত্র মালিক আল্লাহ, যিনি সমগ্র জগতের প্রতিপালক।

ঋণ ও চিন্তা মুক্ত হওয়ার দু'আ

اللّٰهُمَّ إِنِّي أَعُوْذُبِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحُزْنِ وَأَعُوْذُبِكَ مِنْ الْعَجْزِ وَالْكَسْلِ وَأَعُوْذُبِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَالْبُخْلِ وَأَعُوْذُبِكَ مِنْ غَلَبَةِ الدَّيْنِ وَقَهْرِ الرِّجَالِ

উচ্চারণ : আল্লা-হুম্মা ইন্নী আউযুবিকা মিনাল্ হাম্মি ওয়াল্হুয্নি ওয়া আউযুবিকা মিনাল আজ্যি ওয়াল্ কাস্লি ওয়া আউযুবিকা মিনাল্ বুখ্লী ওয়াল জুব্নি ওয়া আউযুবিকা মিন্ গালাবাতিদ্ দাইনি ওয়া কাহ্রির্রিজা-ল।

অর্থ : হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে চিন্তা ভাবনা থেকে মুক্তি চাই, অপারগতা ও অলসতা হতে বাঁচতে চাই, কৃপণতা ও কাপুরুষতা থেকে পরিত্রাণ চাই, ঋণের বোঝা ও মানুষের জবর দস্তি (ক্রোধ) থেকে রেহাই চাই।

(সহীহ বুখারী মুসলিম, মিশকাত তাহকীক- ২/৭৫৯ পৃঃ)

রোগ মুক্তির দো'আ

اَللَّهُمَّ أَذْهِبِ الْبَأْسَ رَبَّ النَّاسِ وَاشْفِ أَنْتَ الشَّافِي لاَ شِفَاءَ إِلاَّ شِفَاؤُكَ شِفَاءً لاَ يُغَادِرُ سَقَمًا

উচ্চারণ : আল্লাহুম্মা আয্হিবিল বা'সা রাব্বান্না-স, ওয়াশ্ফি আন্তাশ্ শা-ফী লা-শিফাআ ইল্লা-শিফা-উকা শিফাআল্ লা-যূগাদিরু সাকামা। (সহীহ বুখারী, হাঃ ৫৭৪৩, সহীহ মুসলিম হাঃ ২১৯১)

অর্থ : হে আল্লাহ! খারাবী দূর করে দাও। হে মানব জাতির প্রতিপালক! তোমার আরগ্য ব্যতীত আর কোন রোগ মুক্তির ব্যবস্থা নেই। তোমার শিফা এমনই যা সমস্ত ব্যাধি দূর করে।

জাহান্নামের আযাব থেকে মুক্তির দু'আ

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُبِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ

উচ্চারণ : আল্লা-হুম্মা ইন্নী আ'উযুবিকা মিন্ 'আযা-বি জাহান্নাম।

অর্থ : হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট জাহান্নামের শাস্তি হতে মুক্তি চাই। (সহীহ বুখারী হাঃ (১৩৭৭)

জান্নাত লাভের দু'আ

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْئَلُكَ جَنَّةَ الْفِرْدَوْسِ

উচ্চারণ : আল্লা-হুম্মা ইন্নী আস্আলুকা জান্নাতাল ফিরদাউস।

অর্থ : হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট 'জান্নাতুল ফেরদাউস' প্রর্থনা করছি। (বুখারী, মুসলিম)

হালাল রিজিকের জন্য দু'আ

اللَّهُمَّ اكْفِنِي بِحَلاَلِكَ عَنْ حَرَامِكَ وَأَغْنِنِي بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ

উচ্চারণ : আল্লাহুম্মাক্‌ফিনী বি হালা-লিকা 'আন্ হারা-মিকা ওয়াগ্‌নিনী বি ফায্‌লিকা 'আম্মান সিওয়াকা।

অর্থঃ হে আল্লাহ! তুমি তোমার হারাম বস্তু হতে বাঁচিয়ে তোমার হালাল রিয্‌ক দ্বারা আমাকে পরিতুষ্ট করে দাও। এবং তোমার অনুগ্রহ দ্বারা তুমি ভিন্ন অন্য সকল হতে আমাকে অমুখাপেক্ষী করে দাও। (তিরমিযী-৫/৫৬০ পৃঃ, হাঃ ৩৫৬৩ (হাসান))

মৃত্যুর কষ্ট থেকে বাঁচার দু'আ

لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ إِنَّ لِلْمَوْتِ سَكَرَاتٍ اللَّهُمَّ اغْفِرْلِيْ وَارْحَمْنِي وَأَلْحِقْنِي بِالرَّفِيقِ الأَعْلَى.

উচ্চারণ : লা-ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ইন্না লিল্ মাউতি সাকারা-ত, আল্লা-হুম্মাগ্‌ফিরলী ওয়ার্ হাম্‌নী ওয়া আল্‌হিক্‌নী বির্‌রাফীকিল আ'অলা। (সহীহ বুখারী হাঃ- (৪৪৪০))

অর্থ : আল্লাহ ছাড়া সত্যিকার কোন উপাস্য নেই, নিশ্চয়ই মৃত্যুর ভয়াবহ কষ্ট রয়েছে, হে আল্লাহ! আমাকে ক্ষমা কর, আমার প্রতি দয়া কর এবং আমাকে উত্তম বন্ধুর সাথে মিলিয়ে দাও।

শির্ক হতে বাঁচার দু'আ

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُبِكَ أَنْ أُشْرِكَ بِكَ وَ أَنَا أَعْلَمُ وَأَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لاَ أَعْلَمُهُ

উচ্চারণ : আল্লা-হুম্মা ইন্নী আ'উযুবিকা আন উশরিকা বিকা ওয়া আনা আ'লামু ওয়া আস্‌তাগ্‌ফিরুকা লিমা-লা-আ'লামুহূ।

অর্থ : হে আল্লাহ! নিশ্চয়ই আমি জেনে শুনে তোমার সঙ্গে শরীক করা হতে পরিত্রাণ চাই এবং অজ্ঞাত অবস্থায় যা করে ফেলি তা হতে ক্ষমা প্রার্থনা করছি।

(আহমাদ, সহীহ আল জামি-হিসনুল মুসলিম দু'আ নং-২০৩)

স্বামী-স্ত্রী মিলনের দু'আ

بِسْمِ اللهِ اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا

উচ্চারণ : বিসমিল্লাহি আল্লাহুম্মা জান্নিব্‌নাশ্ শাইতা-না ওয়া জান্নিবিশ শাইতা-না মা রাযাক্‌তানা।

অর্থ : আল্লাহর নামে (আমরা মিলিতেছি) হে আল্লাহ ! তুমি আমাদের নিকট হতে শয়তানকে দূরে রাখ এবং যে সন্তান তুমি আমাদেরকে দান করবে তার নিকট হতেও শয়তানকে দূরে রাখিও। (সহীহ বুখারী হাঃ ৬৩৮৮। সহীহ মুসলিম হাঃ ১৪৩৪)

কবর যিয়ারতের দু'আ

اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الدِّيَارِ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللهُ لَلَاحِقُونَ أَسْأَلُ اللهَ لَنَا وَلَكُمْ الْعَافِيَةَ

উচ্চারণ : আস্‌সালামু আলাইকুম ইয়া আহ্‌লাদ্‌দিয়ারি মিনাল্ মুমিনীনা ওয়াল মুস্‌লিমীন ওয়া ইন্না-ইনশাআল্লাহু লালা-হিকূন, নাস্‌আলুল্লাহা লানা ওয়ালাকুমুল আল আ-ফিয়াহ।

(সহীহ মুসলিম হাঃ-১৬২০)

অর্থ : হে মুমিন ও মুসলিম কবর বাসীগণ। তোমাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক। তোমাদের সাথে ইন্‌শাআল্লাহ আমরা মিলিত হব। আমরা আল্লাহর নিকট আমাদের জন্য ও তোমাদের জন্য শান্তি কামনা করছি।

বাড়ী হতে বের হওয়ার দু'আ

بِسْمِ اللهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللهِ لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ

উচ্চারণ : বিস্‌মিল্লাহি তাওয়াক্কালতু আলা-ল্লাহ্‌, লা-হাওলা ওয়ালা- কুত্ত্ওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ।

অর্থ : আল্লাহর নামে তাঁরই উপর ভরসা করে বের হলাম। আল্লাহর অনুগ্রহ ব্যতীত নেক আমল করার এবং পাপ হতে বেঁচে থাকার সাধ্য-শক্তি কারো নাই।

(আবূ দাউদ, তিরমিযী, সহীহ আল জামে হাঃ ৪৯৯)

বাড়ীতে প্রবেশ করার দু'আ

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَ الْمَوْلَجِ وَخَيْرَ الْمَخْرَجِ بِسْمِ اللهِ وَلَجْنَا وَعَلَى اللهِ رَبِّنَا تَوَكَّلْنَا

উচ্চারণ : আল্লা-হুম্মা ইন্নী আস্‌আলুকা খাইরাল্‌ মাওলাজি ওয়া খাইরাল মাখ্‌রাজি বিস্‌মিল্লাহি ওয়ালাজ্‌না ওয়া'আলাল্লাহি রাব্বিনা তাওয়াক্কালনা।

অর্থ : হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট আগমন ও নির্গমনের মঙ্গল চাই। তোমার নামে আমি প্রবেশ করি ও বের হই। আমাদের প্রভু আল্লাহর নামে ভরসা করলাম।

(আবূ দাউদ, হাসান, আল আয্‌কার-৫০ পৃঃ)

খাবার শুরুতে দু'আ ও ভুলে গেলে যা বলতে হয়

যে কোন খাবার 'বিস্‌মিল্লাহ' বলে খেতে হয়। আর বিসমিল্লাহ বলা ভুলে গেলে যখনই স্মরণ হবে তখন বলবে بِسْمِ اللهِ أَوَّلَهُ وَآخِرَهُ (বিস্‌মিল্লাহি আওয়ালাহু ওয়া আ-খিরাহু) অর্থ : প্রথমে ও শেষে আল্লাহর নামে (শুরু করলাম)

(আবূ দাউদ, তিরমিযী, সহীহ জামে হাঃ ৩৮০)

খাবার শেষে দু'আ

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَطْعَمَنِي هٰذَا الطَّعَامَ وَرَزَقَنِيهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِنِّي وَلَا قُوَّةٍ

উচ্চারণ : আল হাম্‌দু লিল্লাহিল্লাযী আত্‌'আমানী হাযাত ত্ব'আমা ওয়া রাযাকানীহি মিন্ গাইরি হাউলিম্ মিন্নী ওয়ালা কুও্ ওয়াতিন।

অর্থ : সকল প্রশংসা আল্লাহর যিনি আমাকে এ খাবার খাওয়ালেন, আমাকে রিযিক (আহার) দিলেন আমার কোনরূপ চেষ্টা ও শক্তি ছাড়াই। (আবূ দাউদ, তিরমিযী, সহীহ জামি হাঃ ৬০৮৬)

লাইলাতুল কদরের দো'আ

اَللّٰهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّيْ

উচ্চারণ : আল্লা-হুম্মা ইন্নাকা আ'ফুউ্উন তুহিব্বুল 'আফওয়া ফা'ফু 'আন্নী।

অর্থাৎ– হে আল্লাহ! নিশ্চয়ই আপনি ক্ষমাশীল, ক্ষমা করাকে পছন্দ করেন তাই আমাকে ক্ষমা করুন। (সহীহ তিরমিযী- হাঃ ২৭৮৯) অবশ্য নবী (ﷺ) এর সুন্নাত হল শেষ দশটি রাত্রি জাগরণ করে লাইলাতুল কদর অনুসন্ধান করা। তিনি নিজে শেষ দশ রাত্রি জগতেন এবং পরিবাকেও জাগাতেন। (সহীহ বুখারী হাঃ ২০২৪, সহীহ মুসলিম হাঃ ১১৭৪) মূলতঃ এটাই প্রকৃত সুন্নাত, তাই এরূপই করা উচিত।

শোয়ার দো'আ

আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, নাবী কারীম (ﷺ) যখন রাতে শয্যায় যেতেন তখন সূরা ইখলাছ, ফালাক্ব ও নাস পড়তেন এবং তাঁর দু'হাত একত্রিত করে হাতে ফুঁ দিতেন। অতঃপর দু'হাত দ্বারা সম্ভবপর শরীর মুছে ফেলতেন। মাথা, মুখ ও শরীরের সম্মুখভাগ মুছতেন। তিনি এরূপ তিনবার করতেন।

(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ১৮৬ পৃঃ হাঃ ২১৩২)

আবু হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, যদি কেউ শয়নকালে 'আয়াতুল কুরসী' পাঠ করে, তাহ'লে শয়তান তার নিকটবর্তী হবে না।

(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ১৮৫ পৃঃ হাঃ ২১৩২)

আবু মাসউদ আনছারী (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি রাতে সূরা বাক্বারাহর শেষ দু'আয়াত পাঠ করবে, তার জন্য আয়াত দু'টিই যথেষ্ট হবে' অর্থাৎ উক্ত ব্যক্তি সারা রাত বিপদমুক্ত থাকবে। (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ১৮৫ পৃঃ হাঃ ২১২৫)

آمَنَ الرَّسُوْلُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُوْنَ كُلٌّ آمَنَ بِاللهِ وَمَلاَئِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لاَ نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيْرُ- لاَ يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِيْنَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلاَ تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْراً كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلاَ تُحَمِّلْنَا مَا لاَ طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلاَنَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ

অর্থ : রসূল [ছাঃ] তার প্রতিপালকের পক্ষ হতে যা তার প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে তাতে ঈমান এনেছে এবং মু'মিনগণও। তারা সবাই আল্লাহ্‌র উপর, তাঁর ফেরেশতাদের উপর, তাঁর কিতাবসমূহের উপর এবং রসূলগণের উপর বিশ্বাস স্থাপন করেছে, (তারা বলে), 'আমরা রসূলগণের মধ্যে কারও ব্যাপারে তারতম্য করি না' এবং তারা এ কথাও বলে যে, 'আমরা শুনেছি এবং মেনে নিয়েছি। হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে ক্ষমা কর আর প্রত্যাবর্তন তোমারই দিকে'। আল্লাহ কোন ব্যক্তির উপর তার সাধ্যের অতিরিক্ত কিছু আরোপ করেন না, সে ভাল যা করেছে সে তার সওয়াব পাবে এবং স্বীয় মন্দ কৃতকর্মের জন্য সে নিজেই নিগ্রহ ভোগ করবে। হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা যদি ভুলে যাই কিংবা ভুল করি, তাহলে আমাদেরকে পাকড়াও করো না, হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের আগের লোকেদের উপর যেমন

গুরু-দায়িত্ব অর্পণ করেছিলে, আমাদের উপর তেমন দায়িত্ব অর্পণ করো না; হে আমাদের প্রতিপালক! যে ভার বহনের ক্ষমতা আমাদের নেই, এমন ভার আমাদের উপর চাপিয়ে দিও না, (ভুল-ত্রুটি উপেক্ষা করে) আমাদেরকে রেহাই দাও, আমাদেরকে ক্ষমা কর এবং আমাদের প্রতি দয়া কর; তুমিই আমাদের প্রতিপালক, কাজেই আমাদেরকে কাফিরদের উপর জয়যুক্ত কর।

(সূরা বাকারাহ : ২৮৫-২৮৬)

হুযায়ফা (রাঃ) বলেন, নবী কারীম (ﷺ) যখন শয়নের ইচ্ছে করতেন, তখন হাত মাথার নীচে রাখতেন। অতঃপর তিনবার বলতেন,

اللّٰهُمَّ بِاسْمِكَ أَمُوْتُ وَأَحْيَا

উচ্চারণ : আল্লা-হুম্মা বিস্‌মিকা আমূতু ওয়া আহ্‌ইয়া।

অর্থ : হে আল্লাহ! আমি তোমারই নাম নিয়ে মৃত্যু বরণ করছি (ঘুমাতে যাচ্ছি)। আর তোমারই নাম নিয়ে জীবিত হব (ঘুম থেকে উঠব)। (বুখারী হা ৬৩২৪)

রাসূল (ﷺ) বলেন : যখন তোমরা শয্যা গ্রহণ করবে তখন ৩৩ বার سبحان الله (সুবহানাল্লাহ), ৩৩ বার الحمد لله (আলহামদুল্লিাহ) এবং ৩৪ বার الله أكبر (আল্লাহু আকবার) বলবে।

(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ২০৯ পৃঃ হাঃ ২৩৮৭)

ঘুম থেকে জেগে দু'আ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْٓ أَحْيَانَا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا وَإِلَيْهِ النُّشُوْرُ

উচ্চারণ : আল্‌হাম্‌দু লিল্লাহিল্লাযী আহ্‌ইয়া-না- বা'দা মা-আমা-তানা ওয়া ইলাইহিন্ নুশুর। (বুখারী হাঃ ৬৩২৪)

অর্থ : সকল প্রশংসা সেই আল্লাহর জন্য, যিনি আমাদের মৃত্যু দান করার পর পুনরায় জীবন দান করেছেন, আর তাঁরই নিকট (আমাদের) ফিরে যেতে হবে।

প্রস্রাব পায়খানায় যাওয়ার সময় দু'আ

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) হতে প্রমাণিত তিনি প্রশ্রাব পায়খানায় যেতে এ দু'আ পড়তেন :

بِسْمِ اللهِ اللَّهُمَّ إِنِّيْ أَعُوذُ بِكَ مِنْ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ

উচ্চারণ : বিস্‌মিল্লাহি আল্লা-হুম্মা ইন্নী আ'উযুবিকা মিনাল খুবুছি ওয়াল খাবা-ইছ।

অর্থ : হে আল্লাহ! আমি দুষ্ট জ্বীন পরীর অনিষ্ট হতে তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি। (বুখারী, মুসলিম, বুলুগুল মারাম- ৩৫ পৃষ্ঠা। ইরওয়াউল গালীল, হাঃ নং)

প্রস্রাব পায়খানা হতে ফিরার সময় দু'আ

তিনি (ﷺ) যখন প্রস্রাব পায়খানা হতে ফিরতেন তখন এই দু'আ পড়তেন :

غُفْرَانَكَ (গুফ্‌রা-নাকা)

অর্থ : হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি।

(আহমাদ, সুনানে আরবা, হাকেম সহীহ, বুলুগুল মারাম- ৩৭ পৃষ্ঠা)

وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

সবশেষে নাবী-রাসূলদের উপর সালাত ও সালাম এবং বিশ্বপ্রতিপালক আল্লাহর জন্য সকল প্রশংসা।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,
যারা জানে আর যারা জানে না তারা কি কখনো সমান হতে পারে।
বিবেক বুদ্ধিসম্পন্ন লোকেরাই কেবল উপদেশ গ্রহণ করে থাকে।
(সূরা আয-যুমার : ৯ আয়াত)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,
প্রত্যেক মুসলিমের জন্য জ্ঞানার্জন করা ফরয।
(তারগীব-তারহীব হাদীস নং ৭২)